৬/৯/২০০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষক-কর্মচারীরা জুন, জুলাই ও আগস্টের বেতন এখনও পাননি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের গত জুন, জুলাই এবং আগস্ট মাসের সরকারি বেতন এখনও না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে তারা বেতন পরিশোধ, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০ সংশোধনসহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষানীতির বৈষম্য। গ্রাম ও শহরের শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন এবং শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার দাবি জানান। এ সময় লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম। উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি হেনা দাস, এম আউয়াল সিদ্দিকী প্রমুখ।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ জানান, তাদের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তারা সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলকে দিয়েছেন। এ দাবিগুলোকে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারেও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, ৩ মাস যাবৎ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ পরিশোধ করা হচ্ছে না। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এবং শহরেরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাসের শেষে বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না। এ অবস্থায় অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারী চরম সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে তাদেরকে ভোট কেন্দ্রে কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে; [illegible] নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা করছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বৈষম্যমুক্ত, অভিন্ন, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৭ম জাতীয় সংসদে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০ সংশোধন করার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ সরকারি ও বেসরকারিসহ সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ এবং সবার জন্য সমমানের উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (কিন্ডারগার্টেন, সরকারি-বেসরকারি, প্রাথমিক, এবতেদায়ী, এনজিও প্রভৃতি) অভিন্ন পাঠক্রমের আওতায় আনা এবং অভিন্ন মানে উন্নীত করা, শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা, শিক্ষা থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে পুরোপুরি নির্মূল করার জন্য সাধারণ শিক্ষার ধারায় ৩য় শ্রেণী থেকে ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক রাখার পরিবর্তে শুধু নীতি শিক্ষা পড়ানোর দাবি জানান।

এছাড়াও তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে কালো টাকার মালিক, অশিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দাপট, রাজনীতিবিদ ও এমপিদের হস্তক্ষেপ বন্ধ, কমিটির সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ম্যানেজিং কমিটির নীতিমালা সংশোধনের দাবি জানান।